‘পথ’ এবং ‘প্রভুর পথ’ বিষয়ে একটি বিশদ বাইবেলীয় অধ্যয়ন

ভূমিকা

বাইবেলের ভাষার বুননে, ‘পথ’ শব্দটির মতো এত ভাবোদ্দীপক ও গভীর শব্দ খুব কমই আছে। পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়ের পাতায় পাতায় বোনা এই বাক্যাংশটি একটি যাত্রার সারমর্মকে ধারণ করে—যা আক্ষরিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক—এবং যা মানবজাতিকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সান্নিধ্যের দিকে পরিচালিত করে। হিব্রু (□□□□□) এবং গ্রিক (□□□□□) ভাষায়, ‘পথ’ কেবল একটি শারীরিক রাস্তাকেই বোঝায় না, বরং এটি একটি জীবনধারা, একটি মতবাদ এবং পরিশেষে, ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য একটি ঐশ্বরিক আমন্ত্রণ। ভাববাদীদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা ধার্মিকতার প্রাচীন রাজপথ থেকে শুরু করে যিশু খ্রিস্ট পর্যন্ত, যিনি ঘোষণা করেন, “আমিই পথ, সত্য ও জীবন” (যোহন ১৪:৬), এই শব্দটি বিশ্বাস, আনুগত্য এবং রূপান্তরের এক গতিশীল আহ্বানকে মূর্ত করে তোলে। প্রাথমিক খ্রিস্টীয় আন্দোলনে, ‘পথ’ বিশ্বাসীদের নবগঠিত সম্প্রদায়ের একটি নামে পরিণত হয়েছিল, যা পরিত্রাণের চূড়ান্ত পথ যিশুর অনুসারী হিসেবে তাদের পরিচয়ের একটি প্রমাণ ছিল। একইভাবে, “প্রভুর পথ” ঈশ্বরের ধার্মিক পরিকল্পনার কথা বলে, যা প্রায়শই তাঁর আগমনের প্রস্তুতির সাথে যুক্ত, যেমনটা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পরিচর্যায় দেখা যায়। আমরা “পথ” এবং “প্রভুর পথ” সম্পর্কিত বাইবেলের প্রতিটি উল্লেখ অন্বেষণ করব এবং পুরাতন নিয়মের নৈতিক নির্দেশনা ও ঐশ্বরিক আদেশ থেকে শুরু করে নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট ও আদি মণ্ডলীর মধ্যে এর পরিপূর্ণতা পর্যন্ত এর সমৃদ্ধ অর্থসমূহকে অনুসরণ করব।

বিশেষ উল্লেখ না থাকলে (যেমন, কয়েকটির ক্ষেত্রে □□□□) সমস্ত পদ ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন (□□□) থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেলের সাথে প্রাসঙ্গিক □□□□□;সবকছু□□□□□; অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটি একটি ব্যাপক তালিকা থেকে সংকলিত।

বিষয়ভিত্তিক কাঠামো

এই অধ্যয়নটি বাইবেলের উল্লেখ ও অন্তর্দৃষ্টিসমূহকে কোনো পর্ব বা সর্গ অনুসারে না সাজিয়ে, বরং মূল বিষয়বস্তুর অধীনে বিন্যস্ত করে। বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে নৈতিক ও নীতিগত পথ, ঐশ্বরিক নির্দেশনা, ধার্মিক ও দুষ্ট পথের মধ্যে পার্থক্য, ঈশ্বরের আগমনের জন্য প্রস্তুতি, পরিত্রাণের একমাত্র পথ হিসেবে যিশু, বিশ্বাসীদের জন্য ‘সেই পথ’ উপাধি, এবং সতর্কবাণীসহ এর বাস্তব প্রয়োগ। যেখানে প্রাসঙ্গিক, সেখানে বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আরও ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টির জন্য শেষে একটি বিশেষ অধ্যায় রয়েছে।

বিষয়বস্তু ১: ন্যায়পরায়ণতা ও আনুগত্যের নৈতিক ও নীতিগত পথ

এই মূলভাবটি ‘পথ’-কে একটি জীবনধারা হিসেবে তুলে ধরে, যা নৈতিক জীবনযাপন, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন এবং পবিত্রতার পথে চলার উপর জোর দেয় এবং যা আশীর্বাদ, জীবন ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা বা বিপথগামিতার বিপরীত এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান জানায়।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
আদিপুস্তক ১৮:১৯	কারণ আমি তাঁকে মনোনীত করেছি, যেন তিনি তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের ও তাঁর পরিবারবর্গকে ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার পালন করে প্রভুর পথ অনুসরণ করার আদেশ দেন, যাতে প্রভু অব্রাহামকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন।	চুক্তি পূরণের জন্য নৈতিক জীবনযাপন (ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার) হিসেবে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আব্রাহামের ভূমিকা।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
যাত্রাপুস্তক ১৮:২০	অতঃপর তাদেরকে বিধি ও আইনকানুন শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও কোন পথে তাদের চলতে হবে ও কোন কাজ তাদের করণীয়। (□□□□)	মোশি ইসরায়েলকে ঈশ্বরের আইনকানুনকে একটি বাস্তবসম্মত পথ হিসেবে মেনে চলার নির্দেশ দেন।
দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৩৩	তুমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে যে সমস্ত পথ দেখিয়েছেন, সেই পথেই চলবে, যেন তুমি জীবিত থাকো, তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি যে দেশ অধিকার করবে, সেখানে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকো।	আদেশ পালন জীবন ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।
দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩	আর এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে কী চান? এ ছাড়া যে, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করবে, তাঁর সমস্ত পথে চলবে, তাঁকে ভালোবাসবে, তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করবে এবং প্রভুর সেই আদেশ ও বিধিগুলি পালন করবে, যা আমি আজ তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি? (□□□□)	ঈশ্বরের পথে চলা হলো সামগ্রিক ভক্তি।
দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৯	প্রভু তোমাদেরকে তাঁর নিজের জন্য এক পবিত্র প্রজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন... যদি তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করো এবং তাঁর পথে চলো। (□□□□)	সঠিক পথে চললে পবিত্রতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।
□□□□□□ 22:5	কেবল আজ্ঞা ও বিধি পালন করতে অত্যন্ত যত্নবান হও... তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসতে এবং তাঁর সকল পথে চলতে... (□□□□)	বিশ্বস্তভাবে চলার জন্য ইস্রায়েলের প্রতি আহ্বান।
১ শমূয়েল ১২:২৩	অধিকন্তু, আমার পক্ষে এমনটা ভাবা অসম্ভব যে আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করা বন্ধ করে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, এবং আমি তোমাদের উত্তম ও সঠিক পথ শিক্ষা দেব। (□□□□)	সঠিক পথ শেখানোর প্রতি স্যামুয়েলের অঙ্গীকার।
১ রাজাবলি ৮:২৩	হে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর... আপনার সেই দাসদের প্রতি নিয়ম ও অটল প্রেম রক্ষা করুন, যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আপনার সামনে চলে। (□□□□)	যারা আন্তরিকভাবে জীবনযাপন করে, ঈশ্বর তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।
ইয়োব ২৩:১০-১২	কিন্তু তিনি জানেন আমি কোন পথে চলি; যখন তিনি আমার পরীক্ষা নেবেন, আমি স্বর্ণের মতো নিষ্কলঙ্ক হয়ে বেরিয়ে আসব। আমার পা তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছে; আমি তাঁর পথেই চলেছি... (□□□□)	পরীক্ষার মাঝেও আইয়ুবের বিশ্বস্ততা
গীতসংহিতা ১:১-২	ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের পরামর্শে চলে না... কিন্তু প্রভুর বিধানেই তার আনন্দ... (□□□□)	সৎ ও অসৎ পথের মধ্যে বৈসাদৃশ্য।
গীতসংহিতা ১১৯:১	ধন্য তারা, যাদের পথ নির্দোষ, যারা প্রভুর বিধান অনুসারে চলে!	আইনের পথে নির্দোষভাবে চলার জন্য আশীর্বাদ।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
গীতসংহিতা ১১৯:৩০	আমি বিশ্বস্ততার পথ বেছে নিয়েছি; তোমার বিধি-বিধান আমার সামনে স্থাপন করেছি। (□□□□)	বিশ্বস্ততাকে পথ হিসেবে বেছে নেওয়া।
হিতোপদেশ ৮:২০	আমি ধার্মিকতার পথে, ন্যায়বিচারের রাস্তায় চলি। (□□□□)	প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক যিনি ধার্মিকতার পথে চলেন।
হিতোপদেশ ১১:৫	নির্দোষ ব্যক্তির ধার্মিকতা তার পথ সরল রাখে, কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি তার নিজের দুষ্টতার দ্বারাই পতিত হয়। (□□□□)	ধার্মিকতা পথকে সুনিশ্চিত করে।
হিতোপদেশ ১২:২৮	সৎপথের মধ্যেই জীবন, এবং সেই পথে কোনো মৃত্যু নেই।	ধার্মিকতা অনন্ত জীবনের দিকে পরিচালিত করে।
হিতোপদেশ ২২:৬	শিশুকে তার সঠিক পথে শিক্ষা দাও; বৃদ্ধ বয়সেও সে তা থেকে বিচ্যুত হবে না।	শৈশবের প্রশিক্ষণ জীবনব্যাপী পথ সুগম করে।
যিশাইয় ২:৩	বহু লোক এসে বলবে: “এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে আরোহণ করি... যেন তিনি আমাদের তাঁর পথ শিক্ষা দেন এবং আমরা তাঁর পথে চলতে পারি।” (□□□□)	জাতিসমূহ ঈশ্বরের শিক্ষার সন্ধান করছে
যিশাইয় ২৬:৭-৮	ধার্মিকদের পথ সমতল; তুমিই ধার্মিকদের পথ সমতল করো। হে প্রভু, তোমার বিচারের পথে আমরা তোমার প্রতীক্ষায় থাকি... (এনএএসবি)	ঈশ্বর ন্যায়ের পথকে সমতল করে দেন।
যিশাইয় ৩৫:৮	আর সেখানে একটি রাজপথ থাকবে, এবং তার নাম হবে পবিত্রতার পথ; অশুচিরা তার উপর দিয়ে যাবে না...	মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাজপথ, যা পবিত্রতার প্রতীক।
যিরমিয় ৬:১৬	প্রভু এই কথা বলেন: “তোমরা পথের ধারে দাঁড়াও, তাকাও এবং সেই প্রাচীন পথের খোঁজ করো, যে পথে উত্তম পথ আছে; সেই পথে চলো, তাহলে তোমাদের আত্মার জন্য বিশ্রাম পাবে।” (□□□□)	বিশ্রামের জন্য প্রাচীন ও উত্তম পথের আহ্বান।
মথি ২২:১৬ (মার্ক ১২:১৪, লূক ২০:২১-এ সাদৃশ্য)	হে শিক্ষক, আমরা জানি যে আপনি সত্য এবং ঈশ্বরের পথ সত্যতার সাথে শিক্ষা দেন...	ঈশ্বরের প্রকৃত পথ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে যিশুর অবদানের স্বীকৃতি।
গালাতীয় ৫:২২-২৩	কিন্তু আত্মার ফল হল প্রেম, আনন্দ, শান্তি... (□□□□)	ঈশ্বরের পথে চলার প্রমাণস্বরূপ ফলসমূহ।
মথি ৫:৩-১২	ধন্য তারা যারা আত্মায় দীনহীন... (আশীর্বাদ; □□□□)	যারা ধার্মিকতার অনুসরণ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করে, তাদের জন্য আশীর্বাদ।

বিষয়বস্তু ২: পথের দিশা, নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব

এখানে, □□□□□;পথ□□□□□; বলতে বোঝায় শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখানো এবং পথ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সক্রিয় ভূমিকা, যা প্রায়শই ধর্মগ্রন্থ, নবীগণ বা সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঘটে থাকে, এমনকি প্রতিকূলতার সময়ে বা লাভের উদ্দেশ্যেও।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৯	তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দেবে এবং যখন তোমরা ঘরে বসে থাকবে, যখন পথে চলবে, যখন শুয়ে পড়বে ও যখন উঠবে, তখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে।	ঈশ্বরের বাণীকে দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত করুন (প্রসঙ্গত)।
১ রাজাবলি ৮:৩৫-৩৬	যখন আকাশ বন্ধ থাকে এবং বৃষ্টি হয় না... তখন তাদের শিখিয়ে দাও কোন উত্তম পথে তাদের চলা উচিত... (এনএএসবি)	অনুতাপ ও সঠিক পথে চলার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।
২ বংশাবলি ৬:২৬-২৭	যখন স্বর্গ রুদ্ধ হয়... তখন তাদেরকে সেই উত্তম পথ শিক্ষা দাও যে পথে তাদের চলা উচিত... (এনএএসবি)	১ রাজাবলির সমান্তরাল, যা শিক্ষার উপর জোর দেয়।
গীতসংহিতা ১৬:১১	তুমি আমাকে জীবনের পথ জানিয়ে দাও; তোমার সান্নিধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ আনন্দ...	জীবনদায়ী পথের বিষয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ।
গীতসংহিতা ২৫:৪-৫	হে প্রভু, আমাকে তোমার পথ জানতে দাও; আমাকে তোমার পন্থা শিক্ষা দাও। তোমার সত্যে আমাকে পরিচালিত করো এবং শিক্ষা দাও...	জীবনের পথে ঐশ্বরিক শিক্ষার জন্য প্রার্থনা।
গীতসংহিতা ২৫:৮-৯	প্রভু মঙ্গলময় ও ন্যায়পরায়ণ; তাই তিনি পাপীদের পথ শিক্ষা দেন। তিনি নম্রদের ন্যায়ের পথে চালিত করেন এবং দীনহীনদের তাঁর পথ শিক্ষা দেন। (□□□□)	নম্রদের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা
গীতসংহিতা ৩৭:৫	তোমার পথ প্রভুর হাতে সঁপে দাও; তাঁর উপর ভরসা রাখো, আর তিনি কাজ করবেন।	কর্মের জন্য নিজের পথ ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেওয়া।
গীতসংহিতা ১১৯:১০৫	তোমার বাক্য আমার পায়ের জন্য প্রদীপ এবং আমার পথের জন্য আলো।	পথের নির্দেশিকা হিসেবে ধর্মগ্রন্থ।
হিতোপদেশ ৩:৫-৬	তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখো... তোমার সকল পথে তাঁকে স্বীকার করো, তাহলে তিনি তোমার পথ সরল করে দেবেন।	ঈশ্বরকে স্বীকার করলে পথ সুগম হয়।
হিতোপদেশ ৩:৬	তোমার সকল পথে তাঁকে স্বীকার করো, তাহলে তিনি তোমার পথ সরল করে দেবেন।	ঐশ্বরিক নির্দেশনার ওপর বারবার জোর দেওয়া।
যিশাইয় ৩০:২০-২১	আর যদিও প্রভু তোমাদের দুঃখভোগের রুটি দেন... তোমাদের গুরু আর নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন না... এবং তোমাদের কান তোমাদের পিছনে একটি শব্দ শুনবে, যা বলবে, “এই পথ, এতেই চলো...” (□□□□)	বিপদে ঐশ্বরিক নির্দেশনা।
যিশাইয় ৪৮:১৭	প্রভু, তোমাদের মুক্তিদাতা, এই কথা বলেন... “আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের মঙ্গল করতে শিক্ষা দেন, এবং তোমাদের সঠিক পথে চালিত করেন।” (□□□□)	শিক্ষক ও নেতা হিসেবে ঈশ্বর।
যিশাইয় ৫৫:৮-৯	কারণ আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার মতো নয়, আর আমার পথও তোমাদের পথ নয়, সদাপ্রভু এই কথা ঘোষণা করেন... (□□□□)	ঈশ্বরের পথ মানুষের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে।
প্রেরিত ১৮:২৪-২৫	এখন অ্যাপোলোস নামে একজন ইহুদি ছিলেন... তিনি প্রভুর পথ বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। আর আত্মায় অত্যন্ত উদ্যোগী হয়ে, তিনি যীশুর সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, যদিও তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের বিষয়েই জানতেন।	অ্যাপোলোস পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ‘প্রভুর পথে’ (যিশুর শিক্ষা) শিক্ষা দিতেন।
প্রেরিত ১৮:২৬	...প্রিসিলা ও আকিলা তাঁর কথা শুনে তাঁকে একপাশে নিয়ে গেলেন এবং ঈশ্বরের পথ আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন।	ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির জন্য সংশোধন।

বিষয়বস্তু ৩: সৎ ও অসৎ পথের মধ্যকার বৈসাদৃশ্য, সতর্কবাণী ও পরিণতি সহ

এই বিষয়বস্তুটি বিপথগামিতা, ভ্রান্ত পথ, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মন্দ পথের বিনাশের বিপদসমূহের উপর আলোকপাত করে এবং অভিশাপ, মৃত্যু ও বিরোধিতার বিষয়ে সতর্কবাণী প্রদান করে।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
আদিপুস্তক ৩:২৪	তিনি সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং এদন উদ্যানের পূর্বদিকে জীবনবৃক্ষের পথে পাহারা দেওয়ার জন্য করূবগণ ও একটি প্রজ্বলিত তরবারি রাখলেন, যা সবদিকে ঘুরত।	পতনের পর, ঈশ্বর অনন্ত জীবনের পথ রুদ্ধ করে দেন, যা পাপের কারণে ইডেন থেকে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক।
দ্বিতীয় বিবরণ ১১:২৮	আর এই অভিশাপ, যদি তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন না করো, কিন্তু আমি আজ তোমাদের যে পথ দেখাচ্ছি, তা থেকে সরে গিয়ে এমন অন্য দেবতাদের অনুসরণ করো যাদের তোমরা জানো না। (□□□□)	বিপথে গেলে অভিশাপ নেমে আসে; আনুগত্যই আদিষ্ট পথ।
দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:৫	কিন্তু সেই ভাববাদী বা স্বপ্নদ্রষ্টাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, কারণ সে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শিক্ষা দিয়েছে... যেন তোমরা সেই পথ থেকে সরে যাও, যে পথে তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের চলতে আদেশ দিয়েছেন। (□□□□)	ভণ্ড নবীরা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত করে।
দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:২৯	কারণ আমি জানি যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক কাজ করবে এবং আমি তোমাদের যে পথ দেখিয়েছি, তা থেকে বিচ্যুত হবে। (□□□□)	মুসার পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলের পথভ্রষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।
বিচারকগণ ২:১৭	তবুও তারা তাদের বিচারকদের কথা শোনেনি... তারা শীঘ্রই তাদের পূর্বপুরুষদের পথ থেকে সরে গেল... (□□□□)	ইসরায়েলের দ্রুত ধর্মত্যাগ।
২ রাজাবলি ২১:২২	সে তার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করল এবং সদাপ্রভুর পথে চলল না। (□□□□)	মনাসসের প্রত্যাখ্যান মন্দের দিকে পরিচালিত করে।
গীতসংহিতা ১:৫-৬	অতএব, বিচারকালে দুষ্টরা টিকতে পারবে না... কারণ প্রভু ধার্মিকদের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হবে।	ধার্মিক পথের উপর ঈশ্বরের সুরক্ষা।
হিতোপদেশ ১৪:১২	এমন একটি পথ আছে যা মানুষের কাছে সঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু তার শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু।	মানুষের কার্যকলাপ প্রতারণা করতে পারে, যা ধ্বংস ডেকে আনে।
হিতোপদেশ ১৫:১০	যে পথ ত্যাগ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি; যে তিরস্কার ঘৃণা করে, তার মৃত্যু হবে।	পথ ত্যাগের পরিণতি।
যিশাইয় ৫৬:১১	কুকুরদের প্রচণ্ড ক্ষুধা... তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে চলে, প্রত্যেকে নিজের স্বার্থে... (□□□□)	স্বার্থপরতা ব্যক্তিগত পথে মোড় নিচ্ছে।
মথি ৭:১৩-১৪	সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। কারণ যে দ্বার বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, তা প্রশস্ত ও পথ সহজ এবং সেই পথে প্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক। আর যে দ্বার জীবনের দিকে নিয়ে যায়, তা সংকীর্ণ ও পথ কঠিন এবং সেই পথ খুঁজে পায় এমন লোকের সংখ্যা অল্প।	প্রশস্ত (ধ্বংসাত্মক) বনাম সংকীর্ণ (জীবনমুখী) পথের বৈপরীত্য।
প্রেরিত ১৪:১৬	পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলিতে তিনি সমস্ত জাতিকে তাদের নিজ নিজ পথে চলতে দিয়েছিলেন। (□□□□)	সুসমাচার প্রচারের পূর্বে জাতিসমূহের রীতিনীতির জন্য ঈশ্বরের অনুমতি।
২ পিতর ২:২	এবং অনেকে তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অনুসরণ করবে, আর তাদের কারণে সত্যের পথ কলঙ্কিত হবে।	ভণ্ড শিক্ষকেরা সত্য পথের বদনাম করে।
রোমীয় ৯:১-৩৩ (যিহিষ্কেল ১৮:২৫ এর সাথে সম্পর্কিত)	তবুও তোমরা বলো, 'প্রভুর পথ ন্যায়সঙ্গত নয়।' হে ইস্রায়েল-কুল, আমার পথ কি ন্যায়সঙ্গত নয়? (পুরাতন নিয়মের সমান্তরাল থেকে)	বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে রক্ষা করা।

বিষয়বস্তু ৪: ঈশ্বরের আগমনের প্রস্তুতি এবং প্রভুর পথ

ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা, ন্যায়বিচার এবং অনুতাপ ও পথ সরলীকরণের মাধ্যমে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান হিসেবে 'প্রভুর পথ'-এর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা, যা যোহন বাপ্তিস্মদাতা ও যীশুর মধ্যে ভাববাণীমূলকভাবে পূর্ণ হয়েছে।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
যিশাইয় ৪০:৩	এক রব উঠছে: "মরুভূমিতে প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; মরুপ্রান্তরে আমাদের ঈশ্বরের জন্য এক রাজপথ সরল কর।"	ঈশ্বরের আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান, যা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ৫: পরিত্রাণ ও জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে যিশু

এই মূলভাবটি যিশুকে □#39;পথের□#39; প্রতিমূর্তি হিসেবে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যিনি তাঁর পরিচয়, আত্মত্যাগ এবং শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত করেন এবং স্বাতন্ত্র্য ও এক নতুন পথের ওপর জোর দেন।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
মার্ক ৮:২৭	আর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে চলতে থাকলেন... এবং পথে তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকেরা আমাকে কে বলে?"	আক্ষরিক যাত্রা যা পরিচয়ের প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে।
যোহন ১৪:১-৪	তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয়... আর আমি কোথায় যাচ্ছি, তা তো তোমরা জানোই।	যিশু একটি স্থান প্রস্তুত করেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকেই পথ হিসেবে ইঙ্গিত করেন।
যোহন ১৪:৪	আর আমি কোথায় যাচ্ছি, তা তুমি জানো।	পিতার পথে শিষ্যদের জ্ঞান।
যোহন ১৪:৬	যীশু তাঁকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।"	মূল বক্তব্য: ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র ও ব্যক্তিগত পথ হলেন যিশু।
ইব্রীয় ১০:১৯-২০	অতএব, হে ভাইয়েরা, যেহেতু যীশুর রক্তের দ্বারা, তাঁর খুলে দেওয়া সেই নতুন ও জীবন্ত পথের মাধ্যমে আমরা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সাহস পেয়েছি...	যিশুর আত্মত্যাগ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর এক নতুন পথ খুলে দেয়।

বিষয়বস্তু ৬: আদি বিশ্বাসী এবং খ্রিস্টীয় আন্দোলনের জন্য একটি উপাধি হিসেবে পথ

খ্রিস্টধর্মের একটি আদি নাম হিসেবে □□□□□;দ্য ওয়ে□□□□□; নিপীড়ন ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও সত্য উপাসনা হিসেবে সমর্থিত হয়েছিল।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
প্রেরিত ৯:২	যাতে তিনি যদি সেই পথের অনুসারী কোনো পুরুষ বা নারীকে খুঁজে পান, তবে তাদেরকে বন্দী করে যিরূশালেমে নিয়ে আসতে পারেন।	শৌল 'পথকে' নির্যাতন করেন।
প্রেরিত ১৯:৯	কিন্তু যখন কেউ কেউ একগুঁয়ে হয়ে উঠল... মণ্ডলীর সামনে পথের নিন্দা করতে লাগল...	ইফিষীয় অঞ্চলে বিরোধিতা।
প্রেরিত ১৯:২৩	সেই সময়ে পথটি নিয়ে কম গোলযোগ দেখা দেয়নি।	আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে দাঙ্গা।
প্রেরিত ২২:৪	আমি এই পথের আমৃত্যু নিপীড়ন করেছি...	অতীতের নিপীড়ন বিষয়ে পৌলের সাক্ষ্য।
প্রেরিত ২৪:১৪	কিন্তু আমি তোমাদের কাছে এই স্বীকারোক্তি করছি যে, যে পথকে তারা একটি সম্প্রদায় বলে, সেই পথ অনুসারে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি...	পল একে প্রকৃত ইহুদি ধর্ম বলে সমর্থন করেন।
প্রেরিত ২৪:২২	কিন্তু ফেলিক্স, পথের বিষয়ে বেশ সঠিক জ্ঞান থাকায়, তাদের নিরুৎসাহিত করল...	রোমান কর্মকর্তার পরিচিতি।

বিষয়বস্তু ৭: দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ, পরিত্রাণ এবং সতর্কতা

প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া, ঈশ্বরের পথে নিজেকে উৎসর্গ করা এবং বর্তমানে সেই ধারণা প্রয়োগ করার বিষয়ে বাস্তবসম্মত অন্তর্দৃষ্টি, যার মধ্যে বিপথে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শ্লোক	পাঠ্য	প্রসঙ্গ/অর্থ
১ করিন্থীয় ১০:১৩	তোমাদের উপর এমন কোনো প্রলোভন আসেনি যা মানুষের জন্য সাধারণ নয়। ঈশ্বর বিশ্বস্ত, এবং তিনি তোমাদের সাধ্যের বাইরে প্রলোভিত হতে দেবেন না, কিন্তু প্রলোভনের সাথে সাথে তিনি পরিত্রাণের পথও করে দেবেন...	ঈশ্বর প্রলোভন থেকে পরিত্রাণের পথ করে দেন।

বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাগুলো □#39;পথ□#39;-কে সামগ্রিকভাবে দেখে:

- নৈতিক ও নীতিগত পথ হিসেবে: আনুগত্য, ন্যায়বিচার এবং পবিত্রতার একটি জীবনধারা, যা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বৈপরীত্য স্থাপন করে (যেমন, দিদাখের □□□□□;দুই পথ□□□□□;)। যা পুরাতন নিয়মে প্রোথিত এবং নতুন নিয়মের নীতিশাস্ত্রে পূর্ণতা লাভ করে।
- একত্ববাদ ও পরিত্রাণ: যিশুই একমাত্র পথ (যোহন ১৪:৬), যা পুরাতন নিয়মের রাজপথের (যিশাইয় ৩৫:৮) প্রতিধ্বনি করে। বহুত্ববাদকে চ্যালেঞ্জ করে, বিশ্বাসের উপর জোর দেয়।
- প্রস্তুতি ও পরিপূর্ণতা: “প্রভুর পথ প্রস্তুত কর” (যিশাইয় ৪০:৩) অনুতাপ ও মসিহের দিকে নির্দেশ করে; নতুন নিয়মে বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও যিশুকে এটি পূর্ণ করতে দেখা যায়।
- ঐতিহাসিক: খ্রিস্টধর্মের একটি স্বল্পস্থায়ী নাম (৩০-৬০ খ্রিস্টাব্দ), □□□□□;খ্রস্টিান□□□□□; শব্দটির আগে এটি একটি অভ্যন্তরীণ পরিভাষা ছিল। এর উপর এসিনদের প্রভাব থাকতে পারে।
- রহস্যময়/অতীন্দ্রিয়: ঈশ্বরের বোধগম্যতার অতীত পথ (যিশাইয় ৫৫:৮-৯); ঐশ্বরিক মিলনের দিকে আধ্যাত্মিক যাত্রা।
- ব্যবহারিক প্রয়োগ: ঈশ্বরের হাতে পথ সমর্পণ করুন (গীতসংহিতা ৩৭:৫); পথের আলো হোন (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫); পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ লাভ করুন (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

উপসংহার

□□□□□;পথ□□□□□; হলো বাইবেলের একটি সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু, যা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নৈতিক ও মুক্তিদায়ক পথ থেকে শুরু করে নতুন নিয়মে যিশুকে চূড়ান্ত পথ এবং আদি মণ্ডলীর পরিচয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বিশ্বাসীদেরকে ঐশ্বরিক সত্য দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশ্বাস, বাধ্যতা এবং পবিত্রতার পথে চলতে আহ্বান জানায়। ধর্মগ্রন্থে প্রোথিত এবং পাণ্ডিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ এই অধ্যয়নটি, আজকের দিনে ব্যক্তিগত মনন ও প্রয়োগের জন্য একটি দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। আরও অধ্যয়নের জন্য, □□□□□://□□□□□□□.□□□□-এ আপনার অধ্যয়ন যাত্রা চালিয়ে যান।